এ সপ্তাহের খুৎবা- (৬)

আকাশ মালিক

(বিভিন্ন ওয়াজ মাহফিলের রেকর্ডকৃত বক্তব্য অবলম্বনে)

সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্পাক রাব্বুল আলামীনের যিনি আমাদেরকে কাফির-কুফ্ফার, ইহুদী, নাসারাদের ঘরে জন্ম না দিয়ে, সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে, ধর্ম-গ্রন্থের শ্রেষ্ট ধর্ম-গ্রন্থ আল্-কোরআন দিয়ে, নবী কুলের শ্রেষ্ট নবী মোহাম্মদ (দঃ) এর উম্মত বানিয়ে, সকল জাতীর শ্রেষ্ট জাতী মুসলমানের ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মক্কার কাফের মুশরিকেরা নবীজীকে প্রশ্নবাণে অতীষ্ঠ করে তুলতো। তারা কোরআন শুনে আল্লাহ্র বাণীর ওপর সন্দেহ করতো আর ঘরে গিয়ে এ নিয়ে কানাকানি করতো। তারা রাসুলের কাছে জানতে চায় কিয়ামত কবে হবে? সুরা ‘আল্-নাবা’য় আল্লাহ্ নবীজীকে জিজ্ঞাসা করে বলেন-

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ﴿٢﴾ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ
﴿٣﴾ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ
مِهَٰدًا ﴿٦﴾ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا

(১) কি সম্মন্ধে তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসা করছে? (২) সেই মহা-ঘটনা (কিয়ামত) সম্মন্ধে- (৩) যে বিষয়ে তারা মতানৈক্যের মধ্যে আছে। (৪) না, তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) পুনঃশ্চ না, তারা অতি শীঘ্রই জানতে পারবে। (৬) আমি কি পৃথিবীকে বিছানা - (৭) আর পাহাড়কে খুঁটি স্বরূপ বানাইনি? (১৭) নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন নির্ধারণ করা আছে। (১৮) সে দিন সিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, তখন তোমরা দলেদলে আসবে। (১৯) আকাশকে বিদীর্ণ করা হবে সুতরাং তা হবে বহু দরজা বিশিষ্ট। (২১) নিশ্চয়ই জাহান্নাম অপেক্ষায় আছে- (২২) সীমালংঘনকারীদের জন্যে। (২৫) (তাদের জন্যে) শুধু ফুটন্ত ও হিম-শীতল পানি। (৩১) সে দিন ধর্মভীরুদের জন্যে রয়েছে মহা-সাফল্য- (৩২) ফলের বাগান ও আঙ্গুর- (৩৩) আর সম-বয়স্ক ফুটফুটে কিশোর। (৩৪) আর পরিপূর্ণ পান-পাত্র।

কেয়ামত সম্মন্ধে আল্লাহ্পাক অন্য এক সুরায় ঘোষনা করেন-

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ
أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾

তারা প্রশ্ন করছে কিয়ামত কবে হবে? এ সম্মন্ধে বলবার মত তোমার কি আছে? তোমার প্রভুর কাছে এর চরম জ্ঞান আছে। (সুরা আন্-নাজিয়াত, আয়াত-৪২,৪৩,৪৪)

কাফের মুশরিকরা নবীজীকে নানাভাবে মানসিক চাপ দিতে থাকলো। আল্লাহ তাঁর হাবিব দোস্তকে সান্তনা দিয়ে বলেন-

مَآ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكَ ٱلۡقُرۡءَانَ لِتَشۡقَىٰٓ

আমি তোমার কাছে কোরআন অবতীর্ণ করিনি যে তুমি বিপন্ন বোধ করবে। (সুরা ত্বা-হা, আয়াত ২)

নবীজী বেশী বিপন্ন বোধ করেছিলেন তাঁর আপন বংশের মানুষের অত্যাচারে। এমনি এক অত্যাচারী ছিল, কোরায়েশ বংশের রাসুলের আপন চাচা আবু-লাহাব।

রাসুল মক্কায় থাকতে আবু-লাহাবের নাম উল্লেখ করে, তাকে অভিশাপ দিয়ে আল্লাহ্ পুর্ণ একটি সুরা নাজেল করেন। নবীজীর বংশের কাফেরদের মধ্যে এই মানুষটি ছিল ইসলাম ও রাসুলের সব চেয়ে বড় শত্রু। রাসুল যখনই যেখানে বড়দের বা কিশোরদের সমাবেশে ইসলাম প্রচার করতে চেয়েছেন, এই মানুষটি নবীজীর পিছু-পিছু থেকে তাঁর বিরোধীতা করেছে এবং মানুষকে বলেছে ‘মোহাম্মদ বিকার গ্রস্থ, পাগল, তার কথা কেউ বিশ্বাস করোনা’। আল্লাহ্র নবী তাঁর বড় দুই মেয়ে রোকেয়া ও কলসুমকে আবু-লাহাবের দুই ছেলে, উৎবাহ ও উতাইবার (নবীজীর আপন চাচাতো ভাই) সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। আবু-লাহাবের দুই ছেলে যখন শুন্তে পেলো, মোহাম্মদ (দঃ) ইসলাম নামে নতুন ধর্ম আবিস্কার করে নিজেকে পয়গাম্বর বলে প্রচার করছেন, তারা নবীজীর কন্যাদ্বয়কে তালাক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয়। আবু-লাহাবের পরিবারকে অভিশাপ দিয়ে আল্লাহ বলেন-

تَبَّتۡ يَدَآ أَبِي لَهَبٖ وَتَبَّ ۝١ مَآ أَغۡنَىٰ عَنۡهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ۝٢ سَيَصۡلَىٰ
نَارٗا ذَاتَ لَهَبٖ ۝٣ وَٱمۡرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلۡحَطَبِ ۝٤ فِي جِيدِهَا حَبۡلٞ مِّن
مَّسَدِۭ ۝٥ সুরা- আবি লাহাব

১) আবু-লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হউক, এবং ধ্বংস হউক সে নিজে।
২) তার ধন-সম্পদ ও উপার্জন কোন কাজে আসবেনা।
৩) অতি সত্তর সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নীকুন্ডে।
৪) এবং তার স্ত্রীও, যে তাকে ইন্দন যোগায়।
৫) তার গলায় থাকবে খেজুর পাতার আঁশের পাঁকা রশি।

আবু-লাহাব পরিবারের মধ্যে ইসলাম ও নবীজীর প্রতি তীব্র ঘৃণার প্রমাণ মেলে দুটো ঘঠনায়। মৌলানা সাইয়্যেদ আবুল-আ’লা মওদুদী উপরোল্লিখিত সুরাটির শা’নে নুজুলে লিখেন-

Before the proclamation of Prophethood, two of the Holy Prophet's daughters were married to two of Abu Lahab's sons, Utbah and Utaibah. After his call when the Holy Prophet began to invite the people to Islam, Abu Lahab said to both his sons:"I would forbid myself seeing and meeting you until you divorced the daughters of Muhammad ."So, both of them divorced their, wives. Utaibah in particular became so nasty in his spitefulness that one day he came before the Holy Prophet and said: "I repudiate *An-najmi idha hawa and Alladhi dana fatadalla*" and then he spat at him, but his spital did not fall on him. The Holy Prophet prayed: "O God, subject him to the power of a dog from among Your dogs."

Abu Lahab's wickedness can be judged from the fact that when after the death of the Holy Prophet's son Hadrat Qasim, his second son, Hadrat Abdullah, also died, this man instead of condoning with his nephew in his bereavement, hastened to the Quraish chiefs joyfully to give them the news that Muhammad had become childless that night.

http://www.usc.edu/dept/MSA/quran/maududi/mau111.html#S111

হাদীস শরীফে আছে, কাফের উতাইবাহ্‌কে আল্লাহর কুত্তা না মারলেও তাকে আল্লাহর বাঘে খেয়েছিল।

এই সুরা নাজিল হওয়ার পরেও আবু-লাহাবের কেউ ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেনি। তবে নবীজীর মক্‌কা বিজয়ের পরে আবু-লাহাবের পুত্র উৎবাহ্‌ ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে।

মক্‌কায় অসীম দুঃখ ক্লেশ সহ্য করেও আল্লার রাসুল তাঁর প্রভুর বাণী প্রচার করতে থাকলেন। নবীজীর মুখের ওপর থুথু ফেলার মত স্পর্ধা মদীনায় কেউ কোনদিন দেখাতে পারেনি। মক্‌কার কাফেরদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, কারণ তখনো রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক, আইন সম্মন্ধীয় শরিয়তের আইন নিয়ে কোরআন নাজিল হয়নি। হাতে গোনা কয়েকজন মুসলমানের পক্ষে কাফেরদের বিরুদ্ধে কিছু করার সাধ্য তখন ছিলনা। একদিন সেই শরিয়তের আইন কায়েমের লক্ষ্যে, প্রভুর মহান বাণী প্রচারের জন্যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশ আসলো মদীনায় হিজরত করার। মদীনায় যেখানে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে, আল্লাহ্‌র আইন 'শরিয়ত' প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে আল্লাহ্‌র আইনের ওপর অন্যান্য বাতিল আইন চলতে পারেনা। একটি দেশের জন্যে একাধিক সংবিধান হয় না। মদীনায় এসে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নবীজী অহী পেলেন-

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ

তিনি তাঁর রাসুলকে পথ-নির্দেশক করে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন, যেন তিনি এই ধর্মকে অন্যান্য সকল ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিতে পারেন। (সুরা, আস্‌-সাফ-আয়াত ৯)

অন্যান্য ধর্মের ওপর ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য, ইন্‌জিল ও তাওরাতের ওপর কোরআনের প্রাধান্য, মদীনার অন্যান্য ধর্মাবলম্বী, বিশেষ করে ইহুদীরা কোনভাবেই মানতে রাজী হলোনা। আল্লাহ্‌র রাসুল অনেকভাবে তাদেরকে

বুঝালেন যে, তাদের ধর্ম-গ্রন্থ বাতিল হয়ে গেছে, কারণ তারা নিজেরাই তা বিকৃত করে ফেলেছে। তারা মুহাম্মদকে (দঃ) নবী বলে স্বীকার করতেই রাজী হলোনা, যদিও তাদের ধর্ম-গ্রন্থে শেষ নবীর আগমন বার্তা সু-স্পভাবে লিখা ছিল।

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَٰبَنِىٓ
إِسْرَٰٓءِيلَ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ
وَمُبَشِّرًۢا بِرَسُولٍ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِى ٱسْمُهُۥٓ أَحْمَدُ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ
قَالُوا۟ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ

আর স্মরণ করো যখন ঈসা ইবনে মরিয়ম বল্লেন ‘হে আমার বংশধর, আমি তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রেরিত রাসুল, আমি তাওরাতের সমর্থনকারী আর আমি একজন নবীর আগমন বার্তার সংবাদ দাতা, যিনি আমার পরে আসবেন আর তার নাম হবে আহা্ম্মেদ (মুহাম্মদ), কিন্তু যখন তিনি সত্য-ধর্ম নিয়ে আসলেন তখন তারা বল্লো ‘এ তো এক স্পষ্ঠ যাদু’। (সুরা, আস্-সাফ-আয়াত ৬)

তবে ইহুদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক, কাফের মুশরিকেরা কোরআনকে স্পষ্ঠ যাদু, কবির কল্পনা, তাওরাত-বাইবেলের নকল, নবীকে পাগল আর যা’ই বলুক না কেন, আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, কোরআনের আইনই হবে সারা বিশ্বের মানুষের জীবন বিধান। আল্লাহ্ বলছেন-

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟
نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾

তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্‌র আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর আলোকে পুর্ণরূপে বিকশিত করবেনই, যদিও কাফেরেরা তা পছন্দ করেনা। (সুরা, আস্-সাফ-আয়াত ৮)

মৌলানা মওদুদী ওপরের আয়াতটির ব্যাখায় বলেন-

A proclamation has been made with the challenge:"The Jews and the Christians, and the hypocrites, who are conspiring with them, may try however hard they may to extinguish this Light of Allah, it will shine forth and spread in the world in all its fullness, and the Religion brought by the true Messenger of Allah shall prevail over every other religion however hateful it may be to the pagans and polytheists.

‘সারা পৃথিবী জুড়ে আজও কাফের মুশরিকেরা আল্লাহ্‌র আলোকে (ইসলামকে) নিভিয়ে দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তারা সব সময়ই পরাজিত হয়েছে এবং হবে। বদরের যুদ্ধে মাত্র তিন শত মুসলমান, আবু-সুফিয়ান, আবু-

জেহেলের এক হাজার সৈন্যকে হারিয়ে বিজয় লাভ করেছিলেন। কারণ কাফেরদের ওপর মুসলমানদেরকে বিজয়ী করা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞা। বদরের যুদ্ধে সাফল্যের পর আল্লাহপাক মুসলমানদেরকে সুসংবাদ দিয়ে প্রশ্ন করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ
تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ

হে মুসলমানগণ, আমি কি তোমাদেরকে একটি ব্যবসায়ের সু-সংবাদ দেবো, যা তোমাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে?

কি সেই ব্যবসা? পরবর্তি আয়াতে আল্লাহ্‌ বলেন-

تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ
فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ

তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও রাসুলকে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর রাস্তায় ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ করবে।

কি পাওয়া যাবে আল্লাহর রাস্তায় জীবন দিলে?

يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡ وَيُدۡخِلۡكُمۡ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا
ٱلۡأَنۡهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةٗ فِي جَنَّٰتِ عَدۡنٖۚ

তিনি তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন, জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নীচ দিয়ে প্রবাহিত নদীর স্রোতধারা, বসবাসের জন্যে জান্নাতে উত্তম বাস-গৃহ।

আর কি পুরুস্কার আছে?

وَأُخۡرَىٰ تُحِبُّونَهَاۖ نَصۡرٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتۡحٞ قَرِيبٞۗ

আরো একটি পুরুস্কার যা তোমরা খুবই পছন্দ করো, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়।

শুধু বদরের যুদ্ধেই নয় প্রত্যেকটি জেহাদে আল্লাহ তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে তাঁর পবিত্র কুদরতি হাতে সাহায্য করেছেন। কিন্তু সাহায্য কি শুধু এমনিই আসে? আল্লাহ্‌ বলেন-

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجْرٌ كَرِيمٌ

কে সেইজন, যে আল্লাহ্‌কে মুক্ত-হস্তে কর্জ দেয়, যার বিনিময়ে আল্লাহ্ দেবেন এর বহুগুণ বেশী, আর তার জন্যে রয়েছে সম্মানিত পুরুস্কার? (সুরা, আল্-হাদীদ, আয়াত ১১)

সাহাবী হজরত আবুবকরের (রাঃ) মুখ থেকে উচ্চারিত এ আয়াতটি শুনে এক মূর্খ ইহুদী জিজ্ঞেস করেছিল 'তোমাদের আল্লাহ্ কি খুবই (ফকির) গরীব'? হজরত আবুবকর (রাঃ) আল্লাহ্‌র নবীকে এই আয়াত নিয়ে কাফেরদের কটাক্ষ করা, ব্যঙ্গ করার কথাটা জানালেন। আল্লাহ্ যখন বিষয়টা জানতে পারলেন, কাফেরদের ব্যাপারে তিনি কি করবেন, কোরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দেন-

لَّقَدْ سَمِعَ
ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ
مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

আল্লাহ্ অবশ্যই শুনেছেন যে তারা বলে "সত্যই তোমাদের আল্লাহ্ ফকির আমরা অবশ্য ধনী" আমি লিখে রাখবো তারা যা বলছে, আর তাদের অন্যায় ভাবে নবীগণকে হত্যার প্রচেষ্টা, (একদিন) তাদেরকে আগুনে ফেলে বলবো, "এবার আগুনে পোড়া যন্ত্রনার স্বাধ গ্রহন করো"।

Indeed, Allâh has heard the statement of those (Jews) who say: "Truly, Allâh is poor and we are rich!" We shall record what they have said and their killing of the Prophets unjustly, and We shall say: "Taste you the torment of the burning (Fire)."

আল্লাহ্‌র সাথে ব্যবসা করা বা আল্লাহ্‌কে কর্জ দেয়ার অর্থ হলো, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদে মুসলমানদের জাবতীয় ধন-সম্পদ ও প্রাণ উৎসর্গ করা। বদরের যুদ্ধে সে পরীক্ষায় মুসলমাগণ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন সাফল্যের সাথে। সে যুদ্ধ ছিল কাফেরের বিরুদ্ধে মুসলমানের, পিতার বিরুদ্ধে সন্তানের, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাইয়ের।

মদীনায় ইসলামী রাষ্ট্র কায়েমের পথে বিভিন্ন গোত্রের ইহুদীরা বিরাট বাঁধা হয়ে দাঁড়ালো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে (যারা আল্লাহ্‌কে ফকির মিস্‌কিন বলেছিল) এক এক করে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ আসলো। প্রথমে বনি খুওয়ানুক গোত্রকে অবরোধ করা হলো। মৌলানা মওদুদী লিখেন-

The siege had hardly lasted for a fortnight when they surrendered and all their fighting men were tied and taken prisoners. Now Abdullah bin Ubayy came up in support of them and insisted that they should be pardoned. The Holy Prophet conceded his request and decided that the

Bani Qainuqa would be exiled from Madinah leaving their properties, armour and tools of trade behind. (*Ibn Sa'd, Ibn Hisham, Tarikh Tabari*).

তারপর বনি আন্-নাদির গোত্রকে দশ দিনের সময় দিয়ে, তাদেরকে এইমর্মে মদীনা ত্যাগ করার আদেশ দেয়া হলো যে, যদি দশ দিনের পর তাদের কোন পুরুষকে মদীনায় দেখা যায় তাহলে তাদের গর্দান কেটে ফেলা হবে। ঘটনাটির সারমর্মে মৌলানা মওদুদী বলেন- 'In Rabi' al-Awwal, A. H. 4, the Holy Prophet laid siege to them, and after a few days of the siege (which according to some traditions were 6 and according to others 15 days) they agreed to leave Madinah on the condition that they could retain all their property which they could carry on their camels, except the armor. Thus, Madinah was rid of this second mischievous tribe of Jews'.

এবারে খারাইজ গোত্রের পালা। আল্লাহ্র হুকুমে, আল্লাহ্র নবী খারাইজ গোত্রের সকল নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করতঃ গোত্রের সকল পুরুষকেই কতল করে ফেলেন। আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলকে অমান্য করার পরিণতি, আল্লাহ্ বহুবার ইতিপুর্বে কোরআনে বর্ণনা করেছেন। ইহুদীদেরকে সমুলে মদীনা থেকে বিতাড়িত করার সময়, তাদের মালিকানায় গৃহপালিত পশু, ফলমুলের বাগান ও ঘর-বাড়ি ধ্বংসের জন্যে, দুর্বল চিত্তের কিছু মুসলমান অনুশোচনা করলেন। তারা ভেবেছিলেন, হয়তো এরকম করাটা উচিৎ হয়নি। বদর ও ওহুদ যুদ্ধের নিকট-অতীত ও পরবর্তি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহপাক বলেন-

(২) তিনিই আল্লাহ্, যিনি কিতাবদারী কাফেরদেরকে একত্রিত করে তাদের বাড়ি-ঘর থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছিলেন। তোমরাতো ধারণাও করতে পারোনি যে তারা বেরিয়ে যাবে আর তারাও ভেবেছিল তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহ্র কবল থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ্ এসেছিলেন এমন এক দিক থেকে যে তারা কল্পনাও করতে পারেনি। তিনি তাদের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। তারা তাদের বাড়িঘর ধ্বংস করেছিল নিজেদের হাতে ও মুসলমানদের হাতে। এতএব জ্ঞাণী লোকজন, এ থেকে তোমরা শিক্ষা গ্রহন করো। (৩) আল্লাহ্ যদি কাফেরদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত না নিতেন তাহলে তিনি তাদেরকে অবশ্যই দুনিয়ায় শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে আগুনের শাস্তি। (৪) এ (আগুনের শাস্তি) এ জন্যে যে তারা আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসুলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে (কাফেরদের) খেজুরগাছ গুলো কেটেছো আর কিছু খেজুরগাছ কেটে শেকড়ের ওপর রেখে দিয়েছো, সে তো আল্লাহ্রই আদেশ, যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করতে পারেন। (৬) আর (কাফেরদের) যা কিছু সম্পদ আল্লাহ্ তাঁর রাসুলকে দান করেছেন, তা-তো তোমরা ঘোড়া বা উট দৌড়ায়ে যুদ্ধ করে লাভ করোনি, আল্লাহ্ তার রাসুলগণকে দখল দিয়ে থাকেন যার ওপর তিনি ইচ্ছে করেন। আল্লাহ্ সব কিছুর ওপরে সর্ব-শক্তিমান। (সুরা আল্-হাশর, আয়াত-২, ৩, ৪, ৫, ৬)

এই বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে যা কিছু সৃষ্টি সব কিছুর মালিক আল্লাহ্। আল্লাহর জগতে আইন চলবে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহর এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই কোরআনের আগমন। কাফের অবিশ্বাসীদের বাতিল-মতবাদ ধ্বংস করে সত্যধর্ম ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করতে নবীজী দেশ থেকে হয়েছেন বিতাড়িত, ওহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছে রাসুলের দান্দান মোবারক। এরই জন্যে কারবালায় শহীদ হয়েছেন হজরত হোসেইন (রাঃ)। ইসলাম প্রতিষ্ঠার ইতিহাস লক্ষ-কোটি শহীদের রক্তের ইতিহাস।

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন দেশে, ইসলামী রাষ্ট্র তথা আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামরত মুজাহিদদের অবস্থা বর্ণনায় আল্লামা হজরত দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বলেন- 'মুসলমানদের গন্তব্যস্থান কোথায়? অবশ্যই বেহেস্ত। সিলেট থেকে চট্টগ্রাম-গামী যাত্রী-বাহী একটি ট্রেইনে যাত্রীগণ উঠেছেন ঢাকায় যাবেন। মধ্যপথে তারা লক্ষ্য করলেন রেলগাড়ীটি চট্টগ্রামের পথে চলে যাচ্ছে। এখন সকল যাত্রী একত্রিত হয়ে যদি আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করেন, সবাই মিলে যদি 'লা-মাকসুদা ইল্লা ঢাকা' ''ঢাকাই আমাদের গন্তব্য' বলে জিকির করে করে চোখের পানিতে ট্রেইন ভাসিয়ে দেন, কিংবা বালতি ভর্তি পানিতে কোরআন শরীফ চুবিয়ে কয়েক বালতি পানি ড্রাইভারের মাথায় ঢেলে দেন, অথবা কয়েক হাজার মোম-বাতি পীর সাহেবের মাজারে মানত করেন, ট্রেইন কি কখনো ঢাকা যাবে? অবশ্যই যাবেনা। তাহলে উপায়? ড্রাইভারকে বলতে হবে 'গাড়ি ঢাকার দিকে ফেরাও'। ড্রাইভার ঢাকার রাস্তা জানেনা, তার রোড-ম্যাপে ঢাকার উল্লেখ নেই। এরপর যাত্রীদের জন্যে ঢাকা যাওয়ার একটি পথই খোলা। ড্রাইভিং সীট থেকে ড্রাইভারকে কিক্‌ড আউট করে শক্ত হাতে ষ্টীয়ারিং-হুইল চেপে ধরতে হবে। গন্তব্য-স্থনে পৌছার এ উপায়টাই আল্লাহ্‌র রাসুল, মদীনার দশ বৎসরের জীবনে তার উম্মতগণকে দেখিয়ে গিয়েছেন। এক হাতে তাস্‌বিহ্‌, আর এক হাতে তলোয়ার। বদর, ওহুদ, খন্দক, তায়েফ, এর জলজ্যান্ত প্রমান। নয়টি যুদ্ধে নবীজী স্বয়ং সেনাপতির দায়ীত্বে ছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্র, তথা আল্লাহ্‌র আইন, মাজারে বসে গাঁজা সেবন করে সম্ভব নয়। গাছ তলায় বসে 'জীবেরে হত্যা মহা পাপ' বলা যত সহজ, সমরাঙ্গনে সেনাপতির দায়ীত্ব পালন তত সহজ নয়। নাভী পর্যন্ত লম্বা দাড়িওয়ালা (রবীন্দ্রনাথ) যিনি বলেন 'আমার মাথা নত করে দাও তোমার চরণ ধুলার তরে' তার কাছ থেকে আমাদের মুসলমান সন্তানদের ভাষা শিক্ষার কোনই প্রয়োজন নেই। মুসলমানের সন্তান শিখবে 'বল বীর চির উন্নত মম শীর'। মুসলমানের মাথা শিকড় হিমাদ্রীর বহু ওপরে গিয়ে, একমাত্র নত হয় আল্লাহ্‌র আরশের নীচে।

'ক্ষুদ্র মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্থানকে সুপারপাওয়ার রাশিয়া মনে করেছিল গিলে ফেলবে, কিন্তু পারেনি। বসনিয়ার মুসলমানদেরকে দুনিয়া থেকে চিরতরে খতম করার চেষ্ঠা করে দেখেছে খৃষ্টান ম্যালোসোভিচ সরকার। কাশ্মীরের মুজাহিদরা অকাতরে জীবন দিয়ে যাচ্ছে একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। ইরানের আয়াতুল্লাহ খোমেনীর বজ্র-ধ্বনিতে আমেরিকার হোয়াইট হাউস প্রকম্পিত। যতক্ষন পর্যন্ত না একটি স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হবে ইসলামের ঝান্ডা হাতে আল্লাহ্‌র সৈনিক চেচনিয়ার মুজাহিদগণ জেহাদ চালিয়ে যেতে বদ্ধ-পরিকর। ফিলিস্তিনের পবিত্র মাটি থেকে মুসলমানগণ ইহুদীদেরকে সমুলে উচ্ছেদ করার আর বেশী দেরী নেই। বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংগ্রামরত তৌহিদী জনতাকে কোন এজিদ মার্কা সরকার দাবিয়ে রাখতে পারবেনা। এজিদদের মনে রাখা উচিৎ, কারবালা প্রান্তরে হোসেন আর একা নয়। বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত আজ হাজারো হোসেন ইসলামের জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত'। সেদিন বেশী দুরে নয়, এই বাংলাদেশের আকাশে ইসলামের পতাকা পতপত করে উড়বে ইন্‌-শাল্লাহ্‌'।

সমাপ্ত-